ভারতের সাহিত্য আকাদেমি
পুরস্কার প্রাপ্ত মনিপুরি ভাষার কবি

রঘু লৈশাংথেম- এর

নির্বাচিত কবিতা

ভাষান্তর

মাইবম সাধন

Raghu Leishangthem

The poet deplores the increasing self-centeredness and loss of human values among the people of Manipur. The poems are beautifully crafted and the use of refreshing imagery, startling turns of phrase and evocative metaphors and symbols make it a truly important collection. As such, this book considered an exemplary contribution to Indian poetry in Manipuri-
Sahitya Academi, New Delhi.

CamScanner

ꯔꯒꯨ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ

Raghu Leishangthem

(Sahitya Academy Awardee)

Dear Shri Maibam Shadon,

Bangladesh.

I am happy to learn that you are going to translate some of my poems and publish the same in Bangla. I convey my consent for the said endeavour.

I wish the work to be done successfully and good wishes for your poetic work in life.

Yours Sincerely

Raghu Leishangthem

(Raghu Leishangthem)

Imphal, India

7th December 2014

Contact: Thangmeiband Meisnam Leikai, DM College gate, Imphal, Manipur, india
Ph: +919862199588 e-mail: raghuleishangthem@rediffmail.com

CamScanner

ভারতের সাহিত্য আকাদেমি
পুরস্কার প্রাপ্ত মনিপুরি ভাষার কবি

রঘু লৈশাংথেম

এর

নির্বাচিত কবিতা

ভাষান্তর

মাইবম সাধন

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

CamScanner

রঘু লৈশাংথেম এর নির্বাচিত কবিতা
অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ
ভাষান্তর
মাইবম সাধন

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৬

প্রকাশক
চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ
ইসলামী টাওয়ার
তৃতীয় তলা, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : 01725 657047, 01611 864688,
e-mail: charchagp@yahoo.com, amortoatik@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস
চর্চা কম্পিউটার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

মুদ্রণ
মাসুম আর্ট প্রেস,
১০/১ বি, কে, দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।

মূল্যঃ ১৩৫.০০ টাকা

কানাডা প্রাপ্তিস্থান

A T N MEGA STORE
2976 Danforth Ave.
Toronto, Ontario M4C IlM6
Phone : 416.671.6382/416.686.3134
e-mail : atnmegastore@gmail.com

ISBN: 978 984 8981 91 7

CamScanner

তিন প্রিয়জনেষু

শ্রদ্ধায় ভালোবাসায়
হামোম প্রমোদ, *কবি ও প্রাবন্ধিক*
হাফিজ রশিদ খান, *কবি ও প্রাবন্ধিক*
এবং
মেসবাহ কামাল, *শিক্ষাবিদ ও লেখক*

CamScanner

অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ

প্রাগৈতিহাসিক মেঘের ভিড়ে (প্রকাশিতব্য)

সম্পাদনা

খোর্জে (মনিপুরি ভাষা ও সাহিত্যের ছোটকাগজ)

কবিতান (যৌথভাবে)

কবিতা ও কবিতা বিষয়ক কাগজ

CamScanner

প্রাক-কথন

রঘু লৈশাংথেম, মূলত কবিতাকর্মী। মনিপুরের বাস্তবতা আর কেন্দ্রের শাসন-এ দুইয়ের মাঝেই তিনি প্রতিবাদের স্বরুপ হিসেবে কলম তুলেছেন। লিখে চলেছেন অনবরত। রঘু, কবিতায় দূর্বোদ্ধ্য শব্দ খুব একটা প্রয়োগ করেন না। সহজিয়া শব্দেই আস্থা রাখেন। প্রত্যেকটি কবিতাতে একটি অর্ন্তনিহিত গল্প থাকে। চেতন থেকে অবচেতনে সহজেই ঢুকে পড়েন। একই সঙ্গে উঠে আসে সমাজ, জাতি, জাতিস্বত্ত্বা, ভঙ্গুর পরিবেশ, পঁচনশীল রাজনীতি, খর্বিত মানবাধিকার..। সবকিছু ছাপিয়ে হতাশার এক চিত্র। যেনবা মৃত ঈশ্বর! তাই কবিতাও হয়ে ওঠে প্রতিবাদমুখর। প্রতিবাদী এ কবি বেশ ক'বছর ধরেই নয়া দিল্লির সাহিত্য আকাডেমি এওয়ার্ড এর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার পর ২০০৯ সালে আকাডেমী এওয়ার্ড লাভ করেন।

১৯৫৯ সালে, মনিপুরের রাজধানী ইম্ফালে জন্মগ্রহণ করেন। পেশায় একজন সরকারি কর্মকর্তা। সমসাময়িক লিখিয়েদের মধ্যে রঘু নিজস্ব ভাষা ও নির্মাণকৌশলে অনেকাংশে এগিয়ে। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহঃ পুন্সি তেলেঙ্গা (কবিতা, ১৯৯১), লানবু লৈ ওইনা শান্নরিবা (কবিতা, ১৯৯৫), নুং অসি লাইনি লৈ অসি ঈনি (কবিতা, ১৯৯৯), হনুবীগী ঈশিং পুন (কবিতা, ২০০২), অতিথি উচেক (শিশুতোষ গল্প, ২০০৩), খুঙ্গংগী চিঠি (কবিতা, ২০০৫), তেঞ্জে অমসুং ঙা মমীৎ (শিশুতোষ গল্প, ২০০৫), চীংশাং নাপোম্না কপ্পি (কবিতা, ২০০৭), পাৎপানগী থোইবী (শিশুতোষ গল্প, ২০০৯), বসন্ত ওইগেরা নাকেন্থা ওইগেরা (কবিতা, ২০১১), শৈরেংগী খুঙ্গং (কবিতা, ২০১৫)।

CamScanner

'হনুবীগী ঈশিং পুন' কাব্য গ্রন্থের জন্য মনিপুর সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত *তেলেম আবির এওয়ার্ড* পান ২০০৫ সালে এবং 'খুঙ্গংগী চিঠি' কাব্য গ্রন্থের জন্য ভারতের *সাহিত্য আকাডেমি এওয়ার্ড* লাভ করেন ২০০৯ সালে। প্রতিবাদী এ কবি'র কবিতা বাংলায় খুব একটা দেখা যায়নি। তাই বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো লেখকের চারটি কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এছাড়াও বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য সংযোজন অংশে শ্রদ্ধাভাজনেষু কবি এ কে শেরাম ও থোঙাম সন্‌জয় কর্তৃক অনূদিত কবিতা সংকলিত হ'ল।

বইটি অমর একুশে বই মেলা ২০১৫ তে প্রকাশ হবার কথা ছিল। সে অনুযায়ী লেখক একটি অনুমতিপত্রও পাঠিয়েছিলেন। পাঠকের জন্য পত্রটি সংযুক্ত করা হ'ল। কিন্তু নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতায় গত বছর বইটি প্রকাশ করা হয়নি। এবছর প্রকাশনার শ্রমসাধ্য বিষয়-আশয় নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন আমার বন্ধু ও প্রকাশক 'চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ' এর স্বত্ত্বাধিকারী কবি অমর্ত্য আতিক। তাকে সাধুবাদ জানাই।

মাইবম সাধন
১৫ই ফেব্রুয়ারী/১৬, উত্তরা, ঢাকা।

maibamsadhon@gmail.com
maibam_sadhon@yahoo.com

CamScanner

সূচীপত্র

লানবু লৈ ওইনা শান্নরিবা-১৯৯৫

মাঘ ॥ ১৩ মৃতব্যক্তি ॥ ১৪ শুকনোপাতা ॥ ১৫ বোবাগ্রাম ॥ ১৬ ঈশ্বরের ভাষা আমি বুঝি না ॥ ১৭ অ্যাপার্টমেন্ট ॥ ১৯ সারস ॥ ২০ দেয়ালঘড়ি ॥ ২১ জীবনের গান ॥ ২২ এই রাত্রি ॥ ২৩

হনুবীগী ঈশিং পুন-২০০২

আমার স্বাধীনতা দিবসে ॥ ২৭ ত্রিবর্ণ ॥ ২৮ প্রতিবাদ ॥ ২৯ বর্ষাবৃষ্টি ॥ ৩০ ছোট্ট পাখি ॥ ৩১ বসন্তের প্রজাপতি ॥ ৩২ বৃদ্ধার কলস ॥ ৩৩ মৃত ঈশ্বর ॥ ৩৫ আমি মৃত ॥ ৩৬ ইম্ফাল ॥ ৩৭ মৃত বন্ধুরা ॥ ৩৮ একজন মিজো তারকাকে ॥ ৩৯

খুঙ্গংগী চিঠি-২০০৫

শান্তি ॥ ৪৩ যুদ্ধ অবিরত-যুদ্ধ অনিঃশেষ ॥ ৪৪

বসন্ত ওইগেরা নাকেন্থা ওইগেরা-২০১১

ছোট্ট পৃথিবী ॥ ৪৭ যুদ্ধ ॥ ৪৮ তাজা খবর ॥ ৪৯ আদিবাসী নারী ॥ ৫০ মৃত স্বপ্ন ॥ ৫১ কফিন ॥ ৫২ কাঁসাই ॥ ৫৩ কলিকাল ॥ ৫৪

সংযোজন-১

এ কে শেরাম কর্তৃক অনূদিত

সংযোজন-২

থোঙাম সনজয় কর্তৃক অনূদিত

CamScanner

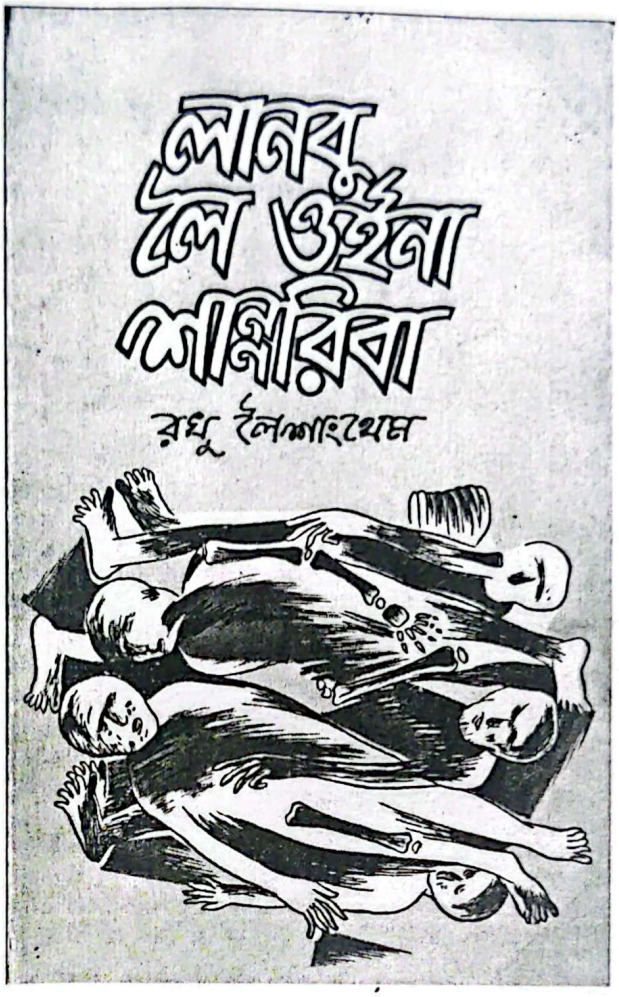

লানবু লৈ ওইনা শান্নরিবা-১৯৯৫

মাঘ ॥ ১৩ মৃতব্যক্তি ॥ ১৪ শুকনোপাতা ॥ ১৫ বোবাগ্রাম ॥ ১৬ ঈশ্বর
কোথায় আমি জানি না ॥ ১৭ অ্যাপার্টমেন্ট ॥ ১৯ সারস ॥ ২০
দেয়ালঘড়ি ॥ ২১ জীবনের গান ॥ ২২ এই রাত্রি ॥ ২৩

CamScanner

মাঘ

ঘন জঙ্গলাকীর্ন সূদীর্ঘ পাহাড়চূড়ো দাঁড়িয়ে আছে মাঘের সাদা বরফ মুড়িয়ে। সূর্যালোকের উকিঝুকি, শেতল কুয়াশাও ডানা মেলে উড়ছে দরোজার সম্মুখে। আর শুষ্ক পাতারা ঝরে পড়ে শৈত্যপ্রবাহে।

সময় নিরন্তর প্রবাহিত নিজ গতিতে।

অঙ্গারগুলোও খেলা করে পাহাড় চূড়োয় সারি সারি মেঘের সাথে, বাতাসের সখ্যতায়। পাখিরা নতুন আবাদে ব্যস্ত লালপাহাড়ে। ছোট্ট চিকন ঠোটের ক্রমসিঞ্চনে, গাছের ডালে।

বর্জ্রবিদ্যুতের ঝলকানি শেষে রাতের আকাশ আলোকিত করে সকালের রক্তরাঙা সূর্যালোকে পাখিদের কুহু কুহু শিহরিত করে তোলে শিকারি হৃদয়ে।

পাখিরা অপেক্ষায় নতুন ঋতু সমাহের
সবুজে সবুজে গজিয়ে ওঠা পত্রপল্লবের।

মূলঃ ওয়াকচিং

CamScanner

মৃতব্যক্তি

নিশ্চল পড়ে আছে, মৃত এক ব্যক্তি
চারপাশ ঘিরে কান্নার মাতম
ঢোল করতালের শব্দে
শবগান তেতিয়ে উঠে ।

আগুনের স্ফুলিঙ্গ পড়ে
ধীরে ধীরে জ্বলে উঠে শব
যেনবা তাপ পোহাচ্ছে মৃত ।

তার কোন সাড়া নেই
ওরা যা করছে তাতেই সায় ।

কিই-বা বলবে?
জীবিত থাকাবস্থাতেই
কোন প্রতিবাদ যে করেনি!

মূলঃ অশিবা মী

CamScanner

শুকনোপাতা

মাতৃভূমির জন্যে
আমি
হতে পারি
শীতের শুকনো পাতা
ঝরে পড়ে
স্বাগত জানাবো নূতনের।

মূলঃ অকংবা উনা

CamScanner

বোবাগ্রাম

না-শুনে আর্তবিলাপ
যৈবতীদেহের রক্তমাংস চুষে
লোলুপ দীর্ঘনিঃশ্বাস
সবুজপাতারঙে দীঘল পোশাকগুলো
মূর্ত এ বোবাগ্রামে ।

মূলঃ লোন থোক্তবা খুঙ্গং

CamScanner

ঈশ্বরের ভাষা আমি বুঝি না

হয়তো মরেই যাবো আমরা
এ জনমিত গোরস্থানে কোনদিন
বিষমাখা বাতাস
নাসিকা রন্ধ্রে শ্বাস নেবে যতদিন।

এ জগৎভূমে
কেনোই বা আসলাম ?
অতিক্ষুদ্র প্রশ্ন এক আমার।

কিইবা অপেক্ষমান আগামীকাল
অলীক কথা
আমার বোধগম্য নয়।
ধর্ম শাস্ত্র বেদান্ত
কোনদিন খুঁজিনি
পড়িনি;
বেঁচেবর্তে থাকবো কিভাবে
শুধু চিন্তা করি তা-ই
তুমি
আমি
আমরা।

আর নির্জনে-
কেঁদে চলি অহর্নিশ
চন্দ্র তারা যেমন নিরাই নিভৃতে
সহাবস্থান করে;
খাওয়াদাওয়া রূপন
কোন কিছুরই চিন্তা না করে।

তাই
ঈশ্বরের ভাষা আমি বুঝি না
চেষ্টাও করিনি
ঈশ্বর, সে তো মানুষের বিশ্বাস
যার যার সমর্পন।

CamScanner

আমি দেখি-
কীভাবে বেঁচে আছি আমরা এ মুহূর্তে।

কর্মহীনতায় ভ্রষ্ট
অসহ জীবন
নিরাহার নিরুপায় নগ্ন
উদ্বাস্তু
আমি জানি, সে তো ঈশ্বর নহে
মানুষিক
আমরাই করেছি তৈরি- মানহুশদের।

আমি
এখন
বাঁচতে চাই
হতে চাই মানুষ।

মূলঃ ঈশ্বরগী ওয়া ঐ খঙদে

CamScanner

অ্যাপার্টমেন্ট

ইট-সুড়কি-সিমেন্টে
দেয়ালঘেরা এ বিলাসী অ্যাপার্টমেন্ট
উন্নয়নের স্বরুপ বলে
ক্রমশ: উঁচু-আরো উঁচু দালানে
মানুষগুলো
কেন যে বন্দী থাকে?

মূল : কৈশুমশঙ

CamScanner

সারস

ও হে সারস
পেছনে ফাঁদ
সামনে ফাঁস
সুতরাং
সোজা থেকো
সাদা বলো
সোজা চলো
সোজা বাঁচো।

মূলঃ হা উরোক

CamScanner

দেয়ালঘড়ি

একটা ঘড়ি বেজে ওঠে খুব দুঃখে
অন্ধকার রাত্রি এলিয়ে দেয়ালে;
দিশাহীন নিথর
সময় সেও থেমে আছে
চৈত্র্যের কুকুর যেমন ডেকে ওঠে
জিহ্বা লেলিয়ে নির্লিপ্ত দেয়াল ঠেসে।

মূল : ফক্লাং ঘড়ি

CamScanner

জীবনের গান

দেখো
কংকালসার লোকগুলো
গাইছে
বিজলীর জীবনের গান;
আর নিকটে তারাদের ছাদ
তাকিয়ে
দুলে ওঠে বজ্রনৃত্যে।

মূল: তাইবংগী ঈশৈ

CamScanner

এই রাত্রি

পাখির আর্তস্বর ধ্বনিত
এই রাত্রিই
আমাদের আহতির মূল কারণ।

মূলঃ অহিং অসিনি

CamScanner

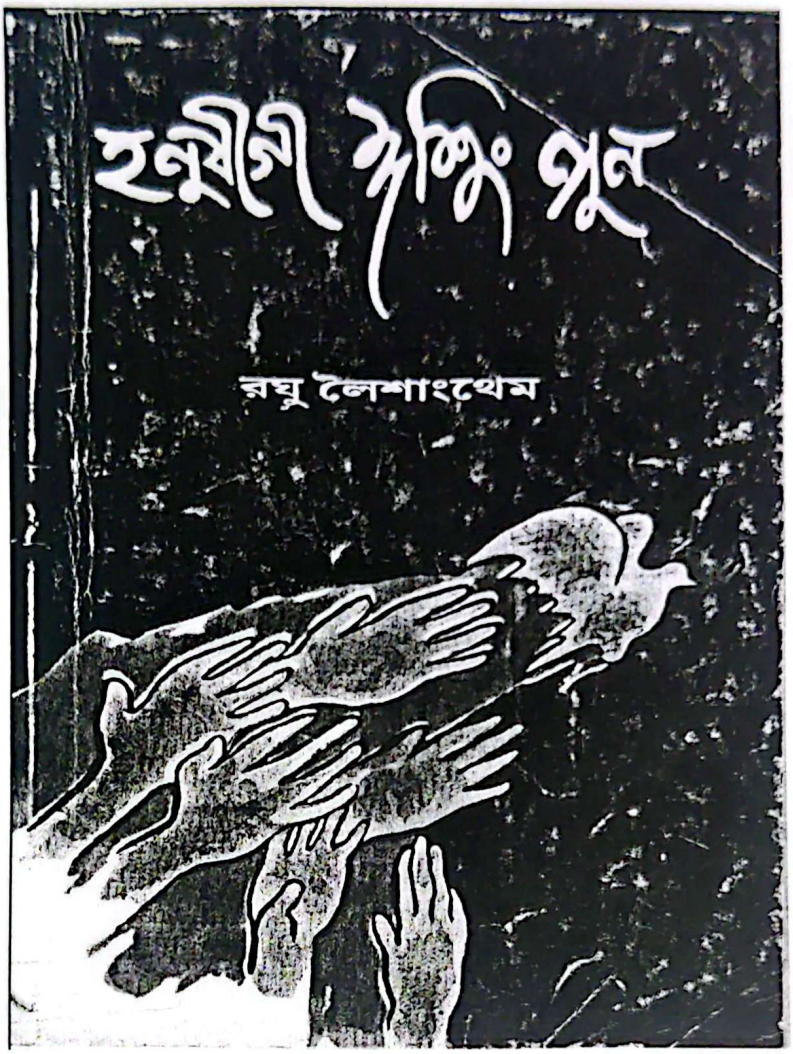

হনুবীগী ঈশিং পুন-২০০২

আমার স্বাধীনতা দিবসে ॥ ২৭ ত্রিবর্ণ ॥ ২৮ প্রতিবাদ ॥ ২৯ বর্ষাবৃষ্টি ॥ ৩০ ছোট্ট পাখি ॥ ৩১ বসন্তের প্রজাপতি ॥ ৩২ বৃদ্ধার কলস ॥ ৩৩ মৃত ঈশ্বর ॥ ৩৫ আমি মৃত ॥ ৩৬ ইম্ফাল ॥ ৩৭ মৃত বন্ধুরা ॥ ৩৮ একজন মিজো তারকাকে ॥ ৩৯

CamScanner

আমার স্বাধীনতা দিবসে

সমস্ত গলায়
চিৎকার করেছি অলি-গলি
স্বাধীন
আমি স্বাধীন হয়েছি বলে।

দ্রুতবেগে মাছিরা এলো
নষ্ট-আবর্জনার স্তূপের ভেতর থেকে
আওয়াজ তুলে;
শহুরে দূষিত জলেরাও ধেয়ে আসে সম্মুখে।

হে শকুন
হে কাক
এসো
আজ আমার শেকল ভাঙার দিন
বসো বর্জ্যস্তূপের ওপর-মৃতের
কিংবা
আমার ঘুণধরামাথায়।

মূল: ঐগী নীংতম্বা নুমিথসিদা

CamScanner

ত্রিবর্ণ

ঘোলায় তুলি দিয়ে
পুনঃ পুনঃ একটা পাত্রে লাল-কালো-সবুজ
ত্রি-রঙে আলোকিত কিছু আকঁবো বলে ।

নাড়তে নাড়তে দেখি
এক অদ্ভুত ভয়ংকর রংরূপ ধরে আছে ।

যতই নেড়েছি এক আলোকিত রঙের জন্যে
তাতে কেবল রূপই বদলেছে-
এক মুষ্টিবদ্ধ মশাল
আর তাতে ক্রমশঃ জ্বলে ওঠে রঙের পাত্র ও তুলি ।

মূলঃ মচু অহুম

CamScanner

প্রতিবাদ

ইতিহাসের সত্যভূমিতে
দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়
সকল সময়ে
সকল মুহূর্তে
এই আকাশ আমাদেরও অংশ আছে।

মূল : লাউরিবনি ঐনা

CamScanner

বর্ষাবৃষ্টি

বর্ষার বৃষ্টি বলে এখনো
কিছু আছে কি প্রিয় জন্মভূমে?
সুদুর আকাশ থেকে
না হলেও ক্রমশ:
মায়েদের চোখ অশ্রুসিক্ত সময়ে।

মূল: কুমগী নোং

CamScanner

ছোট্ট পাখি

ছোট্ট ঠোঁটজোড়া উপুড় করে ডাক দিয়ো
ইতিহাসের শানবাধাঁ ঘাটে
হে! ছোট্ট পাখি,
নয়তো এ জলাভূমি
পর্যবসিত হবে কোন এক মরুতে।

মূল : অপিকপা উচেক

CamScanner

বসন্তের প্রজাপতি

বসন্তের এক প্রজাপতি
আচমকা ঢুকে পড়ে আমার চোখে।
অত:পর
এই মরমরা-শুকনো গাছে
দেখি ফুটে ওঠে এক সুবাসিত ফুল।

মূল : বসন্তগী কুরাক অমা

CamScanner

বৃদ্ধার কলস

মৃত্যুর পরই তারা জেনেছিল
এই গ্রামের লোকেরা
বৃদ্ধার রেখে যাওয়া ওই কলস, জলপূর্ণতা
কেবল আসন্ন দাবানলের।
সেই জলকলসিটি দেখ
শুকিয়ে গেছে।

তখন বুঝেছিল
ওই বৃদ্ধা তার সর্বশক্তি দিয়ে
নিজে না খেয়েও
কানায় কানায় পরিপূর্ণ কলসী ভরা জল
মাথায় করে নিয়ে আসত।

বৃদ্ধা জানত
যদি সে এক আঁজলা জলও পান করত
কঁকিয়ে উঠবে গ্রামের লোকেরা
তাই
বৃদ্ধা শুনতে চায়নি বিপ্রতীপ-ক্রন্দনধ্বনি।

যখন তারা সবাই চিন্তামগ্ন
কেউ লক্ষ করেনি
কখন যে ওই বৃদ্ধা তৃষ্ণাতুর
পিপাসায় মৃতপ্রায়।

এক ফোঁটা জলও দিল না
কেউ ওর ঠোঁটে;
সেই জল যা সে-
বয়ে এনেছিল খাড়া পাহাড় উজিয়ে
চরাই-উৎরাই বেয়ে বহু পথে
গভীর গিরিসঙ্কটের মধ্যে থেকে, যা কেউ জানত না
ঠান্ডা শীতল জল
শুধু ওই গ্রামবাসীর জন্যে।

CamScanner

দেখ দাবানল শুরু হয়ে গেছে
এখন কে এনে দেবে ফের
বিশুদ্ধ ঠান্ডা জল গ্রামবাসীদের?

মূলঃ হনুবীগী ঈশিং পুন

CamScanner

মৃত ঈশ্বর

কবরের উপর
ধর্মান্ধের বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ
এক ঈশ্বর
পড়ে আছে
যেনবা মৃত, জ্বলে ওঠবে এখনি।

আমি কাঁদবোনা ঈশ্বরের ওমন মৃত্যুতে।
কারণ
আমি অতিসাধারণ;
জাতপাত
গোষ্ঠীতন্ত্র
ভেদ-বিভেদে অবিশ্বস্ত একজন।

মূলঃ অশিবা ঈশ্বর অমা

CamScanner

আমি মৃত

আমি এখন মৃত
অবস্থান শবগায় ।

জীবিত ছিলাম যখন
তোমরা প্রত্যেকেই
আড়মোড়া টেনেছিলে গলায়
হিংসা-বিদ্বেষের শেকল পেঁচিয়ে ।

আজ
আমি মরে যাবার পর
পুনরায় তোমরা
সমবেদনা জ্ঞাপন করছো শবাধারে
কপটতায় মহানুভব হৃদয় সেজে;
তাই
সত্যিকারে মৃত হতে পারলাম না ।

এখন
আমি সত্যিই মরে গেলে
তোমরা ভেঙে ফেলোনা আমার স্বপ্নস্তম্ভ ।

আমি মৃত ।

মূল: ঐ অশিবনি

CamScanner

ইম্ফাল

আকাশে বিদ্যুত চমকালে
দেখি বাজারদেবী পড়ে আছে রাস্তার উপর
আর বৃষ্টি মাড়িয়ে দলিয়ে পায়ে
সময়ের ভয়াল বুট ।

আর্ত পদচিহ্ন
চেয়ে দেখি
সূর্য রশ্মিও টুকরো টুকরো খসে পড়ে
ইম্ফালের মলপোকার স্তুপের ওপর ।

সময় :
সেও স্বশব্দে..
আকাশ ফুড়ে ঘুর্ণিঝড় হয়ে
শুকনো পাতার মতো খসে খসে পড়ে ।

আজ
শকুনেরা উড়ছে শহরে
মৃত মানুষের স্তুপের ওপর
চোখদুটো নিচে
শ্যেনদৃষ্টি..

মূল: ইম্ফাল সহর

CamScanner

মৃত বন্ধুরা

গাড়ীর শব্দ শোনা গেলো
গ্রামের নিকটতম রাস্তায়
কুকুরের ডাকও ভেসে আসে ক্রমশঃ
হৃৎপিন্ডের স্পন্দনও বেড়ে চলে যতই কাছে এলাম
দেখতে পেলে হায়েনা-কুকুরগুলো
ধাওয়া দিয়ে কামড়াতো নিরীহ মানুষদের।

ভয়
ছেড়াফাড়া শার্টের পকেটে পুরে
মানুষগুলো নিশ্চুপ বসে আছে তৃণহীন ধূ ধু মাঠে
আর হায়েনা-কুকুরগুলো চক্রাকারে পাহারা বসিয়েছে।
ভয় আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠে
অত্যাচার নিপিড়নে মৃতদের দেখে সহ্য করতে পারিনি;
আজ আর দেখা গেলো না সেই মৃত বন্ধুদের।

মূল: অশিবা মরূপশিংদু

CamScanner

একজন মিজো তারকাকে
(ভালবেসে লেখা চিঠি)

একদিন দেখে আসব
জেমস দোখুমা, তোমার ওই শিকারী বন্দুকটিকে
নিজ চোখে মিজোরামের জাদুঘরে
তোমার সূ-উচ্চ পাহাড় চূড়োয় গিয়ে।

তুমি নিশ্চয় দেখেছিলে
ঘন জঙ্গলাকীর্ণ মিজো পাহাড়শ্রেণী
টিলার মাঝে ছোট ছোট জলাধার
গদ্যের ভিতর
কিংবা কবিতার মাঝে
স্রোতস্বী নদীর পিচ্ছিল ভঙ্গুর-পাথরপথ
ফুল-ফল-পাতা-গাছেদের নৃত্যভঙ্গিমা।

ঘন মেঘে ঢাকা ওই পর্ণকুটিরের
জানালা দিয়ে দেখেছিলে-
কীভাবে ছোট ছোট লাল পাখিগুলো
অনায়াসে বেড়ে ওঠে-ওড়ে আকাশে।

পদ্মশ্রী
বন্ধু তুমি উঁচিয়ে ধরেছিলে দু'হাত
ওই পাহাড় চূড়ায়, একাত্মতায়-
পশু-পাখি অরণ্যানী আর পাহাড়-হ্রদ-নদীর সাথে।

আর জেলের অন্ধকার খুপরিতে
যে খুলেছিল চোখ, তুমি সে বিদ্রোহী লেখক।
তোমার শরীরে আকা বুলেট ক্ষতগুলো
সুন্দর মুখেতে এক অমোচনীয় চিহ্ন, যেন বিজয় তিলক।

মূলঃ মিজোগী থাওয়ানমিচাক অমা

CamScanner

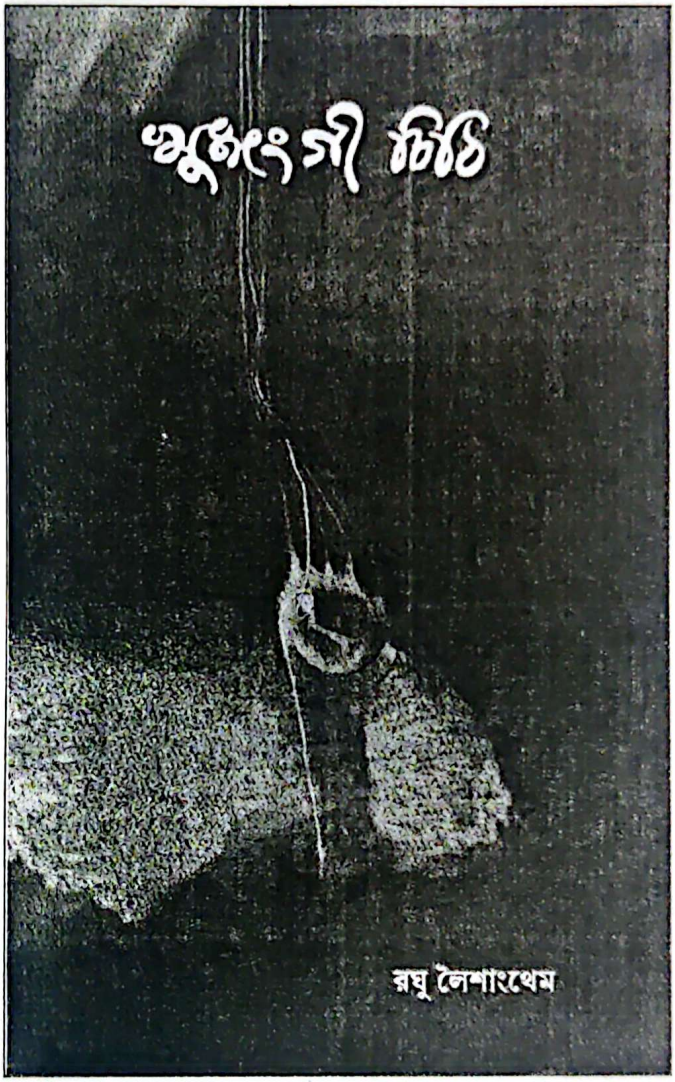

খুঙ্গংগী চিঠি-২০০৫

শান্তি ॥ ৪৩ যুদ্ধ অবিরত-যুদ্ধ অনিঃশেষ ॥ ৪৪

CamScanner

শান্তি

শান্তি ।
সে এক নতুন অস্ত্রের নাম
যার গুলিতে লেখা আছে
নিরীহ মানুষের জীবন-যবনিকা ।

আজও
ক্রমাগত আমদানি হচ্ছে
শান্তির নামে অত্যাধুনিক মারনাস্ত্র
যেগুলো নারীদের
সম্ভ্রম হানি উপযোগেও ব্যবহৃত ।

আর কালশে শকুনেরা
এখনো উড়ে চলে প্রকাশ্যে
শান্তির নিত্য-নতুন নামে
নিরীহদের কপাল খুঁড়ে ক্রমাগত ।

মূল : শান্তি

CamScanner

যুদ্ধ অবিরত-যুদ্ধ অনি:শেষ

যুদ্ধ অবিরত
যুদ্ধ অনি:শেষ ।

এখনো মানুষগুলো
ভুলেনি যুদ্ধের ক্ষত ।

খোড়া ল্যাংড়া শিশুরা
হেঁটে চলে বিধ্বস্ত গ্রামের রাস্তায় ।

যুদ্ধ অবিরত-যুদ্ধ অনি:শেষ

ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে শুনেছি
মাতৃভূমি হারানো যোদ্ধাদের গান ।

মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি এসে বিঁধে
যেন যুদ্ধের সাইরেন ।

নিরীহ গ্রামবাসীর দেয়ালগুলোয়
লেগে থাকা ক্ষতগুলো
বন্দুকের গুলির
অবিরাম বর্ষনে ঝাঝ্‌রা হওয়ার গল্প ।

রণাঙ্গন ।
দিকভ্রান্ত পাখির ছোট্ট ছানাগুলো
কোথায় যেন উড়ে গেল
তাদের বলো দ্রুত ফিরে আসতে
শিকারী বন্দুক যেন না ছোঁয় তাদের ।

মূল : লান লেপ্তে লান লোইদে

CamScanner

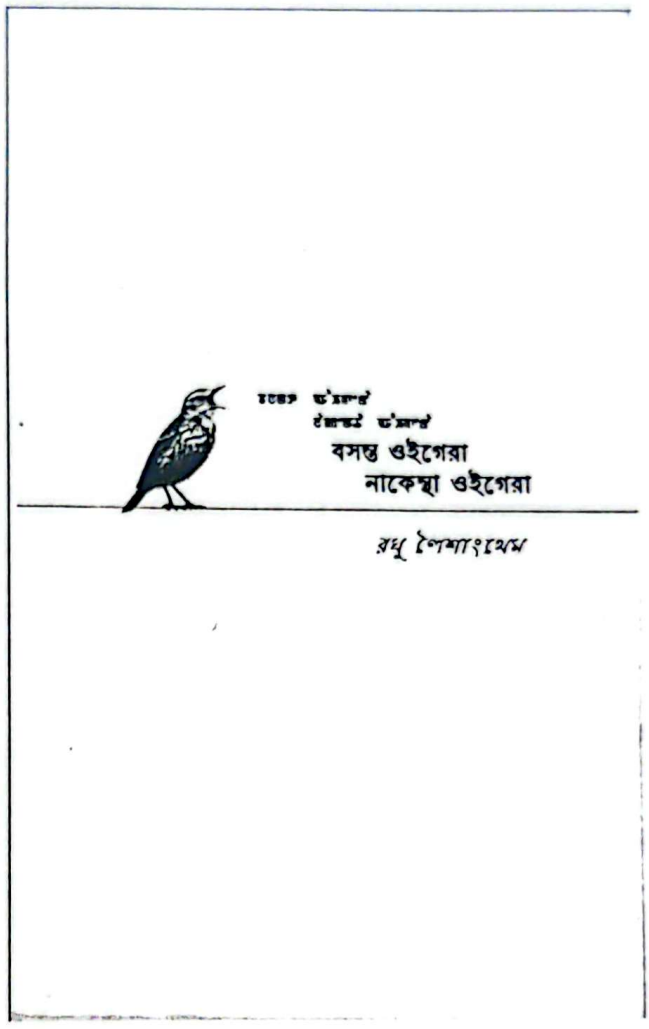

বসন্ত ওইগেরা নাকেস্থা ওইগেরা-২০১১

ছোট্ট পৃথিবী ॥ ৪৭ যুদ্ধ ॥ ৪৮ তাজা খবর ॥ ৪৯ আদিবাসী নারী ॥ ৫০
মৃত স্বপ্ন ॥ ৫১ কফিন ॥ ৫২ কাঁসাই ॥ ৫৩ কলিকাল ॥ ৫৪

CamScanner

ছোট্ট পৃথিবী

পৃথিবী ছোট।
এর চেয়েও ছোট্ট পৃথিবী দেখতে চাইলে
আমার চোখে তাকাও
ভিন্ন আরেক পৃথিবী রেখেছি
চোখের গহীন কোটরে।

মূল : অপীকপা পৃথিবী

CamScanner

যুদ্ধ

একদিন বৃষ্টিবন্দী আষাঢ়ে
ডালার কোণ থেকে
হা-ভাতে শীর্ণ এক বাবুইছানা
পত্ পত্ ডানা ঝাপটিয়ে বেরোয়
ওমনি শিকারি বাজ খপ্ করে ধরে।

তা দেখে এক ইদুর
হুড়মুড়িয়ে ঢোকে গর্তে
চোখজোড়া অপলক
সজল-সঘন।

মূল : লান অমা

CamScanner

তাজা খবর

শুনেছো
সে তাজা খবরটা-
পানিতে সাতরানো এক যৈবতী মাছ
গতরাতে আকস্মিক
ভেসে ওঠে জলে-অন্ধকারে
ওদিকে তার জন্যে ব্যাকুল
এক মৎস্য শিকারী ।

আর আকাশজুড়ে
কাকের পায়চারি ভোরের প্রতীক্ষায়
সেই সান্ধ্যবিকেল থেকে বাজপাখিরাও ।

মূল : পাউ অমা

CamScanner

আদিবাসী নারী

(ভারতের আসামে বর্ণবৈষম্যে সম্ভ্রমহানির শিকার হওয়া এক আদিবাসী নারীকে)

কেঁদোনা
হে আদিবাসী নারী
কেনোইবা কাঁদছো
ওরা তোমায় বিবস্ত্র করেছিলো
ওরা মূলত আত্মপরিচয় দিয়েছিল-বর্বর।

বলো, যখন-
বিবস্ত্র করেছিলো, কেউ কি এগিয়েছিলো
একটুকরো কাপড় নিয়ে?

হে আদিবাসী নারী
চোখ বন্ধ রেখে ভাবো
একটুকরো কাপড়ের জন্য
তোমার দিগিদ্বিক ছুটে চলা
প্রকাশ্যে।

হে অপরিচিতা
আদিবাসী নারী,
তোমাকে মানুষই মনে করেনি
এ মনুষ্যত্ববর্জিত সমাজ।
তাহলে কাঁদছো কেনো
সংখ্যালঘু হয়ে জন্মেছো
স্রেফ এইটুকুই অপরাধ তাই-
তোমার এ অশ্রুফোঁটা হোক
বসন্তে উত্থিত নতুন পত্রপল্লবে বৃষ্টির পরশ।

মূল : আদিবাসী নুপীমচা

CamScanner

মৃত স্বপ্ন

একদিন
আবদ্ধ অন্ধকার ঘরে
ঘুমুচ্ছিলাম চোখ বুজে
চোখের চারপাশজুড়ে
খেলছিল এক মৃতস্বপ্ন ।

সেই মৃত স্বপ্নে
আমাকে ঢোকাচ্ছিল গোরস্থান খুঁড়ে
খুঁড়ে খুঁড়ে বহুস্তর
যেন ফুটে উঠবে এক সুবাসিত ফুল ।

মূল : শিরবা মঙ অমা

CamScanner

কফিন

একটা কফিন
নিয়ে যাচ্ছে কবরের দিকে
আমার অজান্তে
ভেতরে এই আমিই কি না
স্বয়ং!
জানি না সেহেতু
বেঁচে আছি
না মরে গেছি?
শবফেরি যাচ্ছে দলে-দলে
শশ্মানদিকে ঢোল করতাল বাজিয়ে।

মূল : কূ অমা

CamScanner

কাঁসাই

বাজাও জোরে-শোরে
কাঁসাই।
হা-ভাতে শীর্ণ দু'হাতে
যেন জেগে উঠবে তোমাদের ঈশ্বর
দীর্ঘদিন হয়ে গেলো ঈশ্বর নিদ্রা যায়।

মূল : কাণ্ডশিদু

CamScanner

কলিকাল

পাগলা কলিদাসের রঘুবংশে
আজ
বিবস্ত্র মেয়েরা
নাচছে
গাইছে
কাঁপিয়ে দু'মেরু
কলিকালের অন্ধ হাওয়ায় ।

মূল: ঙসিগী মতম

CamScanner

সংযোজন-১

এ কে শেরাম কর্তৃক অনূদিত

CamScanner

অন্ধকারের রঙ

আকাশ
নীচু হতে হতে
চেপে বসেছে আমার মাথার উপর-ঘরের উপর।

আমি অনেকদিন ধরেই দেখছি
কেমন চুপ হয়ে আছে নক্ষত্রগুলো।

আমি এখন আছি
ঘায়, যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক মধ্যিখানে! অসহায়
আমি
এবং
আমার জীবন।

একটু একটু করে আমি নেমে গেছি
এক গভীর গর্তের মধ্যে।
আমার অন্তহীন যাত্রায়
জানি-না কী করে এখন আমি এক ঘন অন্ধকারের ছায়ায়।

আজও আকাশ
একটু একটু করে নীচু হচ্ছে
আর আমি ঢুকে যাচ্ছি অতল গহ্বরে।
আমার সামনে এখন
কেবলই অন্ধকারের রঙ।

মূলঃ অমম্বগী মচু

CamScanner

এক টুকরো আকাশ

এই গভীর গর্ত থেকে
আমার চিৎকার
তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছো ।
আকাশের যে টুকরোটি
আমি দেখছি
সেখানে নীলের কোনো স্পর্শ নেই;
আর তাই আজ কাউকে আমি
প্রকৃত মানুষের রুপে দেখছি না ।

মূলঃ অতিয়া মচেৎ অসি

CamScanner

অন্ধকারের ছায়া

মা কী করে স্তনদান করছে তার সন্তানকে
এই হিংস্রতার মধ্যে। কেন অন্ধকার আরো
গাঢ় হচ্ছে।
ভোরের এই প্রাক্কালে। পাখিগুলোইবা উড়ে গেলো
কোথায় আমার হৃদয়কে একাকী করে।

এইসব কি তবে শরীক হয়েছে আজ ঐ ভেঙে পড়া নদী তীরে?

এখনও লিখছি
নূতন নূতন ইতিহাস এই রক্তাক্ত প্রান্তরে।

যখন ভাবছি আমি
এ কেমন সময় এই ঘন অন্ধকারের
তখনই দেখি দু'চোখ আমার
ভয়ে বুজে আসে অন্ধকারেরই ছায়ায়।

হায় কবন্ধ সময়!
ছোট্ট গ্রাম্য এ-বাজারে কুপির শিখাটিই-বা
চলেছে কার অন্তহীন কাহিনী। আর
ফেটে চৌচির হওয়া বিষন্ন মাঠগুলো
নিঃশব্দে-নীরবে
বিস্তার করছে আজ
কেবলই অন্ধকারের ছায়া।

মূল : অমম্বগী মমি

CamScanner

অনামা কবর

আমি নিজের হাতে
বারবার যেখানে জানাচ্ছি ফুলেল শ্রদ্ধা
সে-আমারই কবর।

এক অচেনা-অনামা কবর।

আজও ফুল দিচ্ছি
বারে বারে অনবরত
আমার নিজেরই কবরে।

কেউ কেউ বলে:
তুমিতো এখনও মরোনি
তাহলে কেন বরবার ফুল দিচ্ছো নিজেরই
কবরে?
আমি বলি
আসলে আমিতো অনেকদিন ধরেই বেঁচে
থেকেও মৃত।

এখনও ফুল দিচ্ছি আমি
নিজেই নিজের কবরে
ক্লান্তিহীন-বারেবারে।

মূল : শকখঙবীদ্রবা মোংফম

CamScanner

সংযোজন-২

থোঙাম সন্‌জয় অনূদিত

CamScanner

ঝরাফুল

তুমি হয়তো ভাবছ
জাদুকাঠি ছুয়ে দিয়ে
ফুটিয়েছ ফুল
অথচ এ গন্ধহীন
জাদুভ্রম
কেবলই ঝরাফুল ।

মূল: অকংবা লৈ

CamScanner

এক চিঠি

বেদব্যাসের পায়রানখে
এ শান্তির চিঠি পাঠিয়েছো ।
হে কবি,
তোমার সুরেলা গানে
পারবে কি ফোটাতে
উত্তরযুগে কোন ফুল?

মূল: চিঠি অমা

CamScanner

একজন সাধারণ মানুষ

দেহজুড়ে রক্ত মেখে
একজন সাধারণ মানুষ
ধরিত্রীর বুকে
জন্ম নেয়ার অপরাধে
লেপ্টে আছে ভূমির সাথে..

মূল: মীচম অমা

CamScanner

এ রেখাজন্মের ইতিহাস

মস্তিষ্ক-প্রসূত
ব্রজবুলি...

আজও
ফাঁসির মঞ্চে অপোরত প্রাণের মত
মস্তিষ্কের কোষে কোষে
ঝুলে থাকে আত্মকথা
অশ্বত্থের ডালে যেমন ঝুলন্ত বাদুড়
কেঁপে ওঠে সবর্ণ।

সমাধানহীন
এ রেখাজন্মের ইতিহাসে
আমার ছোট ক্যানভাস
শীতের ঝরাপাতা বুঝে নিলে
তুমি তো জানো
কার লাগি ঝরে পড়ে ব্রজবুলি।

মূল: তুরি অসিগী পুন্সিগী ইতিহাসতা

CamScanner

The poetry of Raghu Leishangthem impress a reader by their sheer quality of brevity of thought and expression, which he does not by design but instinctively, and when one goes through his lines, it is difficult to decide whether one reads a poem or sees a painting. The images he constructs, the symbols he employs, and above all, the words he places in a well-framed poem, transports a reader to the hazy land of art and poetry. This quality of transmutation is the essence of his poetry, which he expresses in delineating a pastoral scene, a moving social situation, a human experience, and an indigenous motif.

He is a poet to be noticed, observed and studied.

– L. Joychandra Singh.

CamScanner